সূরা ইয়াসিন

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ

সূরা ইয়া-সীন মক্কী	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮৩ রুকূ ঃ ৫

یٰسٓ ۚ﴿۱﴾ وَالۡقُرۡاٰنِ الۡحَکِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ اِنَّکَ لَمِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ۙ﴿۳﴾ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ؕ﴿۴﴾

১। ইয়া-সী—ন্। ২। ওয়াল্ কুর্‌আ-নিল্ হাকীম। ৩। ইন্নাকা লামিনাল্ মুর্‌সালীন। ৪। 'আলা- স্বিরাত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম।

(১) ইয়া-সী-ন, (২) শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের। (৩) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের মধ্য হতে একজন। (৪) আপনি সঠিক (সত্য) পথের উপর আছেন।

تَنۡزِیۡلَ الۡعَزِیۡزِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۵﴾ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اُنۡذِرَ اٰبَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غٰفِلُوۡنَ ﴿۶﴾ لَقَدۡ

৫। তান্‌যীলাল্ 'আযীযির্ রাহীম। ৬। লিতুন্‌যিরা ক্বাওমাম্ মা~উন্‌যিরা আ-বা—উহুম্ ফাহুম গা-ফিলূন। ৭। লাক্বাদ্

(৫) কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ হতে নাযিলকৃত। যিনি মহা প্রভাবশালী, অসীম দয়ালু। (৬) যাতে আপনি ভয় দেখাতে পারেন সে সম্প্রদায়কে, যাদের পিতৃ পুরুষদেরকে ভয় দেখান হয়নি। সুতরাং এ কারণেই তারা গাফিল রয়েছে। (৭) তাদের

حَقَّ الۡقَوۡلُ عَلٰۤی اَکۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۷﴾ اِنَّا جَعَلۡنَا فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ اَغۡلٰلًا

হাক্কাল্ ক্বাওলু 'আলা~আক্‌ছারিহিম্ ফাহুম্ লা-ইউ'মিনূন। ৮। ইন্না- জ্বা'আল্‌না- ফী~আ'না-ক্বিহিম্ আগ্‌লা-লান

অধিকাংশ লোকদের উপর (শাস্তির) বাণী (আদেশ) নির্ধারিত হয়ে গেছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে শিকল লাগিয়ে দিয়েছি,

فَهِیَ اِلَی الۡاَذۡقَانِ فَهُمۡ مُّقۡمَحُوۡنَ ﴿۸﴾ وَجَعَلۡنَا مِنۡۢ بَیۡنِ اَیۡدِیۡهِمۡ سَدًّا وَّمِنۡ

ফাহিয়া ইলাল্ আয্‌ক্বা-নি ফাহুম্ মুক্বমাহূন। ৯। ওয়া জ্বা'আল্‌না- মিম্ বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন্

এবং তা চিবুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ফলে তারা মাথা খাড়া করে রেখেছে। (৯) আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করে

خَلۡفِهِمۡ سَدًّا فَاَغۡشَیۡنٰهُمۡ فَهُمۡ لَا یُبۡصِرُوۡنَ ﴿۹﴾ وَسَوَآءٌ عَلَیۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ

খাল্‌ফিহিম সাদ্দান্ ফাআগ্‌শাইনা-হুম্ ফাহুম লা- ইউব্‌স্বিরূন। ১০। ওয়া সাওয়া—উন্ 'আলাইহিম্ আ আন্‌যার্‌তাহুম

দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদের (দৃষ্টিকে) আচ্ছাদিত করেছি, ফলে তারা দেখতে পাবে না। (১০) হে নবী! তাদেরকে আপনি ভয় দেখান বা না দেখান উভয়ই তাদের জন্য সমান।

اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکۡرَ وَخَشِیَ الرَّحۡمٰنَ

আম্ লাম্ তুন্‌যির্‌হুম লা- ইউ'মিনূন। ১১। ইন্নামা- তুন্‌যিরু মানিত্ তাবা'আয্ যিক্‌রা ওয়া খাশিয়ার্ রাহ্‌মা-না

তারা (কখনও) ঈমান আনবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই (আল্লাহ্‌র শাস্তির) ভয় দেখাতে পারেন, যারা উপদেশ (কুরআন) অনুযায়ী এবং রহমান (আল্লাহ্) কে

بِالۡغَیۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَۃٍ وَّاَجۡرٍ کَرِیۡمٍ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحۡنُ نُحۡیِ الۡمَوۡتٰی وَنَکۡتُبُ

বিল্‌গাইবি, ফাবাশ্‌শির্‌হু বিমাগ্‌ফিরাতিওঁ ওয়া আজ্বরিন্ কারীম। ১২। ইন্না- নাহ্‌নু নুহ্‌ইল মাওতা- ওয়া নাক্‌তুবু

না দেখে ভয় করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন ক্ষমা ও উত্তম প্রতিদানের। (১২) নিশ্চয়ই আমি মৃতকে জীবিত করব এবং লিখে রাখি (লাওহে মাহফুজে) সে

مَا قَدَّمُوۡا وَاٰثَارَهُمۡ ؕۛ وَکُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصَیۡنٰهُ فِیۡۤ اِمَامٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۱۲﴾ وَاضۡرِبۡ لَهُمۡ

মা- ক্বাদ্দামূ ওয়া আ-ছা-রাহুম ; ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্‌স্বাইনা-হু ফী~ইমা-মিম্ মুবীন্। ১৩। ওয়াদ্বরিব্ লাহুম্

কৃতকর্মসমূহ যা লোকেরা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পিছনে রেখে যায় এবং আমি প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সুবিন্যস্ত করে রেখেছি। (১৩) (হে নবী!) আপনি

مَّثَلًا اَصۡحٰبَ الۡقَرۡیَۃِ ۘ اِذۡ جَآءَهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۱۳﴾ اِذۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلَیۡهِمُ اثۡنَیۡنِ

মাছালান্ আস্বহা-বাল্ ক্বার্‌ইয়াতি। ইয্- জ্বা—আহাল্ মুর্‌সালূন। ১৪। ইয্ আর্‌সাল্‌না~ইলাইহিমুছ্ নাইনি

তাদের সামনে সে জনপদের বাসিন্দাদের উদাহরণ (কাহিনী) বর্ণনা করুন। সে জনপদে যখন এসেছিল রাসূলগণ। (১৪) যখন আমি তাদের কাছে দুজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা দুজন রাসূলকে

০ টীকা (আঃ ১২) ঃ আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে মানুষের অগ্রে-পশ্চাদে পাপ-পূর্ণ সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন, এর তাৎপর্য হলো মানুষ জীবিত কালে ঈমান গ্রহণ করলে যে যত সৎকর্ম করে পূন্য অর্জন করে অথবা কুফ্‌রী অবস্থায় পাপ অর্জন করে তাকে বলা হয় অগ্র কার্যকলাপ। তেমনি মৃত্যুর পর মুমিনগণ দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকলে তার পূর্ণ সে পেতে থাকবে অপকর্মের ধারা রেখে গেলে তারও পাপ মৃত্যুর পর অব্যাহত থাকবে তাও লিপিবদ্ধ হতে থাকবে একে বলা হয় তাদের পশ্চাদবর্তী রেখে যাওয়া কর্মফল। (বঃ কোঃ)

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ

ফাকাযযাবূহুমা- ফা'আয্যাযনা- বিছা-লিছিন ফাক্বা-লূ~ইন্না~ইলাইকুম্ মুর্সালূন। ১৫। ক্বা-লূ- মা~আন্তুম্

মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর আমি তৃতীয় একজন পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। সুতরাং তারা (তিন জন) বলেছিল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে (রাসূল হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল,

إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্লুনা-, ওয়া মা~আন্যালার্ রাহ্মা-নু মিন্ শাইয়িন্, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- তাক্যিবূন।

তোমরাতো আমাদেরই মত মানুষ এবং রহমান (আল্লাহ) কোন জিনিসই অবতীর্ণ করেন নি তোমরা শুধু মিথ্যা বলছ।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৬। ক্বা-লূ রাব্বুনা- ইয়া'লামু ইন্না ~ইলাইকুম্ লামুর্সালূন। ১৭। ওয়া মা- 'আলাইনা~ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন।

(১৬) তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৭) আমাদের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছান।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم

১৮। ক্বা-লূ~ইন্না তাত্বাইয়্যার্না- বিকুম, লাইল্লাম্ তান্তাহূ লানার্জুমান্নাকুম্ ওয়ালা- ইয়ামাস্ সান্নাকুম্

(১৮) তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করছি, যদি তোমরা বিরত না থাক, তবে তোমাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে শেষ করে দেব এবং আমাদের

مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ

মিন্না- 'আযা-বুন আলীম। ১৯। ক্বা-লূ ত্বা—ইরুকুম্ মা'আকুম ; আইন্ যুক্কির্তুম ; বাল্ আন্তুম

পক্ষ থেকে যন্ত্রণাময় শাস্তি অবশ্যই পৌছবে। (১৯) তারা (রাসূলগণ) বলল, "তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে" (তোমাদের একথা কি) এজন্য যে, তোমাদেরকে উপদেশ

قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ

ক্বাওমুম্ মুস্রিফূন। ২০। ওয়াজা—আ মিন্ আক্বস্বাল্ মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াস্'আ- ক্বা-লা ইয়া-ক্বাওমিত্

দেয়া হচ্ছে? বরং তোমরা সীমা অতিক্রমকারী এক সম্প্রদায়। (২০) শহরের দূরবর্তী স্থান হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা

اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

তাবি'উল্ মুর্সালীন। ২১। ইত্তাবি'উ মাল্লা- ইয়াস্আলুকুম্ আজ্বরাওঁ ওয়া হুম্ মুহ্তাদূন।

অনুসরণ কর রাসূলগণের। (২১) তোমরা এমন লোকের অনুসরণ কর, যে তোমাদের থেকে কিছু প্রতিদান চান না এবং তারা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত।

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে আরোহণের পর তাঁহার খলীফাহযরত শামউনুস্সাফা তাঁর সহকারী দু'জন নবীকে এন্তাকিয়া শহরের মূর্তিপূজকদিগকে হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। তারা তথায় পৌছিয়া শহর প্রান্তে হাবীব নাজ্জার নামক জনৈক মূর্তি নির্মাতাকে মেষ চরাতে দেখে নিজেদের আগমনের কারণ ব্যক্ত করেন। লোকটি তাঁদের সত্যতার প্রমাণ দাবী করলে তাঁরা তার কঠিন পীড়াগ্রস্ত পুত্রকে খোদার নিকট দো'আ করে ভাল করে দেন। এতে লোকটি ঈমান আনয়ন করে। পরে তাঁরা তথাকার রাজা আব্তাহাশোর দরবারে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ করলে রাজা তাঁদেরকে বন্দী করেন। সংবাদ পেয়ে হযরত শামউনও আসেন এবং কৌশলে রাজার সাথে সখ্যতা স্থাপনপূর্বক তাঁদেরকে মুক্ত করে লন। (মুঃ কোঃ)

○ টীকা (আঃ ২১) ঃ এখানে যে জনপদের কথা বলা হয়েছে, তাহলো শাম দেশের এক প্রাচীন নগরী। যার নাম ছিল এন্তাকিয়া। সেই শহরের অধিবাসীরা ধন সম্পদে ও স্থাপত্য শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। হযরত উবায়দা ইবনুল জাবরাহ (রা) এই শহরটি জয় করেছিলেন। এই শহরের অধিবাসীদেরকে সৎপথে পরিচালনার জন্য এর পূর্বে আল্লাহ তাআলা দুজন রাসূল প্রেরণ করেন। শহরে অধিবাসীরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ তাআলা তৃতীয় আরেকজন রাসুল সেখানে পাঠিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেন। তাঁরা লোকদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করলে লোকেরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাদেরকে হত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। সেই শহরের উপকূলীয় এলাকায় হাবীবে নাজ্জার নামক এক সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলগণের বিপদের কথা শুনে দ্রুত ছুটে আসেন এবং শহরবাসীকে তা থেকে নিবৃত্ত করেন। (মাঃ কুঃ)

وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً

২২। ওয়ামা-লিয়া লা~আ'বুদুল্লাযী ফাত্বারানী ওয়া ইলাইহি তুর্জা'উন। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী~আ-লিহাতান্

(২২) এবং আমার কি হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদাত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকেই তোমরা সব প্রত্যাবর্তিত হবে? (২৩) আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করব?

إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيٓ

ইঁয় ইউরিদ্নির্ রাহ্মা-নু বিদ্বুর্রিল্ লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম শাইআওঁ ওয়ালা- ইউন্ক্বিযূন। ২৪। ইন্নী~

যদি রহমান আমাকে কোন ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে (শাস্তি হতে) রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) আমি

إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ

ইযাল্লাফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ২৫। ইন্নী~আ-মান্তু বিরাব্বিকুম ফাস্মা'উন। ২৬। ক্বীলাদ্ খুলিল্ জান্নাতা;

যদি এরূপ করি তবে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ব। (২৫) আমিতো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন। (২৬) তাকে বলা হল তুমি জান্নাতে

قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

ক্বা-লা ইয়া-লাইতা ক্বাওমী ই'য়ালামূন। ২৭। বিমা- গাফারালী রাব্বী ওয়া জ্বা'আলানী মিনাল্ মুক্রামীন।

প্রবেশ কর। সে বলল, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত, (২৭) যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৮। ওয়ামা~আন্যাল্না- 'আলা- ক্বাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্দিম্ মিনাস্ সামা—ই ওয়ামা- কুন্না- মুন্যিলীন।

(২৮) তার সম্প্রদায়ের উপর তার মৃত্যুর পরে আকাশ থেকে কোন সৈন্যবাহিনী (তাদের ধ্বংসে করার জন্য) প্রেরণ করিনি এবং আমি (ফিরিশতা) প্রেরণকারীও ছিলাম না।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ

২৯। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-স্বাইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ ফাইযা-হুম খা-মিদূন। ৩০। ইয়া-হাস্রাতান্ 'আলাল্ 'ইবা-দি,

(২৯) (তাদের শাস্তি) সেটা একটি (ভীষণ) আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে তারা নির্বাপিত হয়ে (শেষ হয়ে) গেল। (৩০) দুঃখ সে বান্দাদের উপর, তাদের কাছে

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا

মা- ইয়া'তীহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিউন। ৩১। আলাম্ ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না-

এমন কোন রাসূল আগমন করেনি, যাদের সাথে তারা উপহাস করেনি। (৩১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দলকে

قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ক্বাব্লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম লা- ইয়ারজ্বি'উন। ৩২। ওয়া ইন্ কুল্লুল্লাম্মা- জ্বামী'উল লাদাইনা-

ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা তাদের কাছে (আর) ফিরে আসবে না। (৩২) এবং তাদের সকলকেই (পুনরায়) আমার সামনে উপস্থিত

পারা ২৩

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৫) ঃ ....انى امنت – নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের ব্যাপারে নবীকে সাক্ষী রাখা। কারো মতে, তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। ✪ টীকা (আঃ ২৬) ঃ "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে, বেহেশতের অর্থ তৎসংলগ্ন কোন স্থান। কেননা, বেহেশতে প্রবেশ করার পর আর নির্গমন নেই। অথচ পুনরুত্থান ও হাশর বেহেশতের বাইরে হবে। আর "বেহেশতে প্রবেশ কর" বলতে যথাসময়ে বেহেশতে প্রবেশ করার শুভ সংবাদও উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২৯) ঃ ......صيحة – জিবরাঈল (আ) একটি চীৎকার দিয়েছিলেন যাতে সবার রূহ শরীর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মৃত দেহগুলো স্তুপাকারে পড়ে রয়েছিল। (কুঃ কারীম)

مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

মুহ্দ্বারূন। ৩৩। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ আর্দ্বুল্ মাইতাতু; আহ্ইয়াইনা-হা- ওয়া আখ্রাজ্না- মিন্হা- হ্ব্বান্ ফামিন্হু
করা হবে। (৩৩) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে, মৃত (শুষ্ক) যমীন। আমি তাকে জীবিত (সতেজ) করি এবং তা থেকে আমি শস্য উৎপন্ন করি, তারপর তা (শস্য)

يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ

ইয়া'কুলূন। ৩৪। ওয়া জ্বা'আল্না- ফীহা- জ্বান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিওঁ ওয়া 'আনা-বিওঁ ওয়া ফাজ্জ্বার্না- ফীহ্বা- মিনাল্
থেকে তারা খেয়ে থাকে। (৩৪) তাতে আমি বানিয়েছি খেজুর ও আংগুরের বাগান এবং তাতে বিভিন্ন ঝরনা (জলধারা)সমূহ প্রবাহিত

الْعُيُوْنِ ﴿٣٥﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

'উইউন। ৩৫। লিইয়া'কুলূ মিন্ ছামারিহী, ওয়ামা- 'আমিলাত্হু আইদীহিম ; আফালা- ইয়াশ্কুরূন।
করি। (৩৫) যাতে তারা সে ফল হতে খেতে পারে। অথচ সে (ফল)গুলোর (সৃষ্টির) ব্যাপারে তাদের হাত কোনই কাজ করেনি। এরপরেও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

﴿٣٦﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ

৩৬। সুব্হা-নাল্লাযী খালাক্বাল্ আয্ওয়া-জ্বা কুল্লাহা- মিম্মা- তুম্বিতুল আর্দ্বু ওয়া মিন্ আন্ফুসিহিম্
(৩৬) তিনি (আল্লাহ) মহা পবিত্র, যিনি প্রতিটি বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন; যমীনের উদ্ভিদ শস্যের থেকে এবং মানুষের থেকে (পুরুষ, নারী)

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

ওয়া মিম্মা- লা- ইয়া'লামূন। ৩৭। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুমুল্ লাইলু, নাস্লাখু মিন্হুন্ নাহা-রা ফাইযা-হুম্ মুজ্লিমূন।
এবং সে জিনিসের থেকেও, যেগুলো তারা জানে না। (৩৭) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত, আমি তা থেকে দিবসকে আলাদা করি, তখন তারা অন্ধকারে থাকে।

﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ

৩৮। ওয়াশ্ শাম্সু তাজ্বরী লিমুস্তাক্বাররিল্লাহা- ; যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম। ৩৯। ওয়াল্ ক্বামারা ক্বাদ্দার্না-হু
(৩৮) আর সূর্য তার নির্ধারিত পথে চলে। এ চলার পথ, মহা প্রভাবশালী, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) এর নির্ধারিত। (৩৯) এবং আমি চন্দ্রের ভ্রমণের জন্যও

مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ

মানা-যিলা হ্বাত্তা- 'আ-দা কাল্'উর্জুনিল্ ক্বাদীম। ৪০। লাশ্ শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা ~আন্ তুদ্রিকাল্
মনযিল (ভ্রমণপথ) নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা খেজুরের পুরাতন ডালের রূপ ধারণ করে। (৪০) সূর্যের জন্য সম্ভব নয় যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে,

الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ

ক্বামারা ওয়া লাল্ লাইলু সা-বিকুন্ নাহা-রি ; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিই ইয়াস্বাহূন। ৪১। ওয়া আ-য়াতুল্ লাহুম
এবং রাতের জন্য এ সুযোগ নেই যে, সে দিনের উপর অগ্রগমন করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতরায়। (৪১) আর তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন এই যে,

○ টীকা (আঃ ৩৬) ঃ কতকগুলো উদ্ভিদের মধ্যে জাতিগত বৈপরিত্য রয়েছে। যেমন- কোন উদ্ভিদ হতে গম এবং কোনটি হতে যব উৎপন্ন হয়। কোন কোনটিতে আরও অধিক বৈষম্য রয়েছে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৯) ঃ সূর্যের গন্তব্য স্থান বলতে সে বিন্দুটিই উদ্দেশ্য, যেখান হতে তার বার্ষিক গতি আরম্ভ হয়ে বছরান্তে পুনরায় সে বিন্দুতে উপনীত হয়। আর চক্রবালের সে বিন্দুটিও উদ্দেশ্য, দৈনিক গতিতে যে বিন্দুটিতে সূর্য অস্তমিত হয়। (বঃ কোঃ)
○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪০) ঃ كل في ... – অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য এবং তার সাথে অন্যান্য তারকাসমূহ নিজ কক্ষ পথে ভ্রমণ করে। ○ টীকা (আঃ ৪০) ঃ অর্থাৎ এরূপ সম্ভব নয় যে, সূর্য তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উদিত হয়ে চন্দ্রকে অর্থাৎ, তার সময় রাত্রিকে মুছিয়ে ফেলে, অনুরূপভাবে চন্দ্রও সূর্যকে তার কিরণ প্রকাশকালে ধরতে পারে না, যাতে রাত্রি এসে পড়ে। ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৪১) ঃ ..... في الفلق – অর্থাৎ নূহের (আ) কিস্তি (নৌকা)।

أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

আন্না- হ্বামাল্না- যুর্রিয়্যাতাহুম ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন। ৪২। ওয়া খালাক্বনা- লাহুম মিম্ মিছ্লিহী মা-ইয়ারকাবূন।

আমি তাদের বংশধরকে বোঝাইকৃত নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) আর আমি তাদের জন্য অনুরূপ নৌকা সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।

﴿٤٣﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٤﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا

৪৩। ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্‌রিক্বহুম ফালা- স্বারীখা লাহুম ওয়ালা-হুম ইউন্‌ক্বাযূন। ৪৪। ইল্লা- রাহ্বমাতাম্ মিন্না-ওয়া মাতা-'আন্

(৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তারপর তাদের জন্য কেউই সাহায্যকারী হবে না এবং তাদেরকে কেউ বাঁচাতেও পারবে না। (৪৪) কিন্তু এটা আমার অনুগ্রহ এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট সময় জীবন ভোগ করার সুযোগ

إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ইলা-হ্বীন। ৪৫। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাক্ব মা- বাইনা আইদীকুম্ ওয়ামা- খাল্‌ফাকুম লা'আল্লাকুম তুর্‌হ্বামূন।

দেয়া। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ভয় কর, যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে। হয়ত তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার।

﴿٤٦﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ

৪৬। ওয়া মা- তা'তীহিম্ মিন্ আ-য়াতিম্ মিন্ আ-য়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হা- মু'রিদ্বীন। ৪৭। ওয়া ইযা-ক্বীলা

(৪৬) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের আয়াতগুলো থেকে এমন কোন আয়াত আসেনি যে, যা থেকে তারা বিমুখ না হয়েছে। (৪৭) আর যখন তাদেরকে বলা

لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ

লাহুম আন্‌ফিক্ব মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হু, ক্বা-লাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূ~আনুত্ব'ইমু মাল্ লাও

হয় যে, তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিযিক দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিরেরা মুমিনগণকে (ঠাট্টা করে) বলে, আমরা কি তাকে খাওয়াব,

يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا

ইয়াশা—উল লা-হু আত্ব'আমাহূ~, ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা- ফী দ্বালা-লিম্ মুবীন। ৪৮। ওয়া ইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্

যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। (৪৮) আর এসব লোকেরা বলে, এ (পুনরুত্থানের) প্রতিশ্রুতি করে (বাস্তবায়ন) হবে,

الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

ও'য়াদু ইন্ কুন্‌তুম্ স্বা-দিক্বীন। ৪৯। মা- ইয়ান্‌জুরূনা ইল্লা- স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতান্ তা'খুযুহুম্ ওয়াহুম্

যদি তোমাদের সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তারা তো শুধু মাত্র ভয়ানক আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, এমনাবস্থায় যে, তারা পরস্পরে ঝগড়া

يَخِصِّمُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾ وَنُفِخَ فِي ৩ ৫৪ ২ রুকূ

ইয়াখিস্বস্বিমূন। ৫০। ফালা- ইয়াস্‌তাত্বী'উনা তাওস্বিয়াতাওঁ ওয়ালা~ইলা~ আহ্‌লিহিম্ ইয়ার্‌জি'উন। ৫১। ওয়া নুফিখা ফিস্

করতে থাকবে। (৫০) এ সময় তারা না অসিয়ত করতে পারবে এবং না তার নিজ পরিবার-পরিজনের প্রতি ফিরে যেতে পারবে। (৫১) আর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে,

✪ টীকা (আঃ ৪২) ঃ অধিকাংশ লোক নিজেদের সন্তানদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকে, এতে তিনটি নেয়ামতের প্রতি ঈঙ্গিত হয়েছে– (ক) বোঝাইকৃত নৌকা বোঝার ভারে ডুবে যাওয়া উচিত, তাকে পানির উপর দিয়ে চালিয়ে নেয়া। (খ) সন্তান দান করা। (গ) আহর্য্য ও আসবাবপত্র দান করা; যাতে নিজেরা ঘরে থেকে সন্তানদিগকে কর্মকর্তা করে বাণিজ্যে পাঠায়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৪৭) ঃ এই কথাটি গরীব মুসলমানেরা বলে থাকলে দান প্রার্থনা আকারে বলেছিল, অত্যন্ত প্রয়োজনে দান প্রার্থনা করা জায়েয আছে। আর যদি কোন অভাবশূন্য মুসলমান বলে থাকে, তবে অভাবীদের জন্য সুপারিশের আকারে বলেছিল। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৪৯) ঃ وهم يخصمون – মানুষেরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য ব্যাপারে বাদানুবাদ করতে থাকবে, এমতাবস্থায় হঠাৎ শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং কেয়ামত ঘটে যাবে। এটা প্রথম ফুৎকার। (কুঃ কারীম)

الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا

স্বূরি ফাইযা- হুম মিনাল আজ্বদা-ছি ইলা- রাব্বিহিম ইয়ান্‌সিলূন। ৫২। ক্বা-লূ ইয়া- ওয়াইলানা- মাম্ বা'আছানা-

তখন তারা কবর থেকে (উঠে) তাদের রবের দিকে (দ্রুত) চলতে থাকবে। (৫২) তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে আমাদের বিশ্রামাস্থল (কবর) থেকে কে উঠাল?

مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٣﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا

মিম্ মারক্বাদিনা-; হা-যা- মা- ওয়া'আদার রাহ্মা-নু ওয়া স্বাদাকাল্ মুর্‌সালূন। ৫৩। ইন্ কা-নাত্ ইল্লা-

এটা সেই ওয়াদা, যার প্রতিশ্রুতি রহমান (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ (যেটাকে) সত্য বলেছিলেন। (৫৩) (সেদিন) সেটা হবে

صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

স্বাইহ্বাতাওঁ ওয়া- হ্বিদাতান ফাইযা-হুম্ জ্বামী'উল্ লাদাইনা- মুহ্বদ্বারূন। ৫৪। ফাল্‌ইয়াওমা লা- তুজ্‌লামু নাফ্‌সুন্

শুধুমাত্র একটি আওয়াজ, তখন সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) বলা হবে আজকের দিনে, কারও প্রতি বিন্দু মাত্রও জুলুম করা হবে না

شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ

শাইআওঁ ওয়ালা- তুজ্‌যাওনা ইল্লা- মা-কুন্‌তুম 'তামালূন। ৫৫। ইন্না আস্বহা-বাল্ জ্বান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্

এবং তোমাদেরকে শুধু সেসব কাজেরই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৫৫) এ (কিয়ামতের) দিনে জান্নাত বাসীগণ খুশীতে মশগুল

فَاكِهُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٧﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

ফা-কিহূন। ৫৬। হুম্ ওয়া আয্‌ওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্ 'আলাল্ আরা—ইকি মুত্তাকিঊন। ৫৭। লাহুম ফীহা- ফা-কিহাতুওঁ

থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়ায় সুসজ্জিত গদিতে হেলান দিয়ে বসবে। (৫৭) তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলসমূহ এবং তাদের জন্য সেখানে তাদের কামনীয়

وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٨﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٩﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا

ওয়া লাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'ঊন। ৫৮। সালা-মুন্, ক্বাওলাম্ মির্ রাব্বির্ রাহীম। ৫৯। ওয়াম্ তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়্যুহাল্

জিনিসগুলোও থাকবে, (৫৮) তাদেরকে বলা হবে 'সালাম', দয়াময় প্রতিপালকের তরফ থেকে। (৫৯) আর (বলা হবে) হে পাপীগণ! তোমরা আজ (পুন্যবানদের থেকে)

الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ

মুজ্‌রিমূন। ৬০। আলাম্ 'আহাদ্ ইলাইকুম্ ইয়া-বানী~আ-দামা আল লা- তা'বুদুশ্ শাইত্বা-না, ইন্নাহূ লাকুম

আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে আদম সন্তানেরা। আমি কি তোমাদেরকে এ কথা বলিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦١﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ

'আদুওয়্যুম্ মুবীন। ৬১। ওয়া আ'নিবূদূনী, হা-যা- স্বিরা-ত্বুম্ মুস্‌তাক্বীম। ৬২। ওয়া লাক্বাদ্ আদ্বাল্লা মিন্‌কুম

প্রকাশ্য দুশমন? (৬১) আর (একমাত্র) আমার দাসত্ব স্বীকার কর, এটাই সরল (সত্য) পথ। (৬২) এবং সে (শয়তান) তোমাদের মধ্য হতে

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫২) ঃ قالوا يويلنا..... – 'বিশ্রামস্থল' দ্বারা এটা বুঝান হয়নি যে, তাদের কবরে শাস্তি হবে না; বরং কেয়ামতের শাস্তি ভয়ানক দৃশ্য দেখে সে তুলনায় কবরের জীবনকে তারা বিশ্রামস্থল মনে করবে। (কুঃ কাঃ) ✪ টীকা (আঃ ৫৬) ঃ স্ত্রীগণ বলতে বেহেশতীদেরকে বেহেশতে প্রদত্ত হূর এবং পৃথিবীতে তাদের বিবাহিতা মু'মিনা স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। (বঃ কোঃ) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ سلام – হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতীগণ (আল্লাহর) নেয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবেন। হঠাৎ তাঁদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে। যখন তাঁরা মাথা উত্তোলন করবেন, তখন আল্লাহ বলবেন, سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يا اهل الجنة । (তাঃ কাদেরী) ✪ টীকা (আঃ ৫৮) ঃ অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং বলবেন, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর অর্থ কেবল সম্মানিত করা বা স্থায়ী শান্তির শুভসংবাদ প্রদান করা। (বঃ কোঃ)

جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

জ্বিবিল্লান্ কাছীরান ; আফালাম তাকূনূ 'তাক্বিলূন। ৬৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম তূ'আদূন।
বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছে। এরপরেও কি তোমরা (তার শত্রুতা সম্পর্কে) বুঝ না? (৬৩) এটা সে জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

﴿٦٤﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا

৬৪। ইস্বলাওহাল্ ইয়াওমা বিমা- কুন্তুম্ তাক্ফুরূন। ৬৫। আল্ ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা~আফ্ওয়া-হিহিম্ ওয়া তুকাল্লিমুনা~
(৬৪) আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর, কারণ তোমরা কুফরী করেছিলে। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখের উপর মহর লাগিয়ে দিব এবং তাদের হাতগুলো আমার সামনে

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

আইদীহিম ওয়া তাশ্হাদু আর্জুলুহুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্সিবূন। ৬৬। ওয়ালাও নাশা—উ লাত্বামাস্না- 'আলা~আ'ইউনিহিম
কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। (৬৬) যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের চোখগুলি বিলুপ্ত (দৃষ্টিহীন) করে দিতে পারতাম, তখন তারা যদি

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

ফাস্তাবাকুস্ব স্বিরা-ত্বা ফাআন্না- ইউব্স্বিরূন। ৬৭। ওয়ালাও নাশা—উ লামাসাখ্না-হুম 'আলা- মাকা-নাতিহিম
রাস্তার দিকে দৌড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত, তবে (তখন) কিভাবে তারা দেখত? (৬৭) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের (চেহারা) বিকৃত করে দিতে পারতাম, তাদের

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا ৪ ع ৩ রুকূ

ফামাস্ তাত্বা- উ মুদ্বিয়্যাওঁ ওয়ালা- ইয়ারজ্বি'উন। ৬৮। ওয়া মান্ নু'আম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খাল্ক্বি ; আফালা-
নিজ নিজ অবস্থানে রেখে, ফলে তারা না (সামনে) চলতে পারত এবং না প্রত্যাবর্তন করতে পারত। (৬৮) আমি যাকে অধিক বয়স দেই, তার স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন

يَعْقِلُونَ ﴿٦٩﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

ই'য়াক্বিলূন। ৬৯। ওয়া মা- 'আল্লাম্না-হুশ্ 'শিরা ওয়ামা- ইয়াম্বাগী লাহূ ; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুওঁ ওয়া কুরআ-নুম্ মুবীন।
করে দেই, এরপরেও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়। এতো শুধু মাত্র উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।

﴿٧٠﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا

৭০। লিইউন্যিরা মান্ কা-না হ্বাইয়্যাও ওয়া ইয়াহ্বিক্কাল্ ক্বাওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন। ৭১। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না- খালাক্না-
(৭০) যাতে সে এমন ব্যক্তিকে সাবধান করতে পারে, যে জীবিত (অর্থাৎ মুমিন) এবং যাতে কাফিরদের উপর (শাস্তির) বাণী স্থির হতে পারে। (৭১) তারা কি দেখে না যে,

لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٢﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

লাহুম্ মিম্মা- 'আমিলাত্ আইদীনা~আন্'আ-মান্ ফাহুম লাহা- মা-লিকূন। ৭২। ওয়া যাল্লাল্না-হা- লাহুম ফামিন্হা- রাকূবুহুম
আমি সৃষ্টি করেছি তাদের জন্য আমার নিজ হাতে সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্যে গবাদি পশু এবং তারা সেগুলোর মালিক হয়ে গেছে? (৭২) এবং সে
(জন্তু)গুলোকে তাদের অধীন করে দিয়েছি। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কতক তাদের বাহন

✪ টীকা (আঃ ৬২) ঃ কোনআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের ঘটনাবলী উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তির কথা তোমাদেরকে শুনায়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা এতটুকু কথাও কি বুঝ না যে, শয়তানের অনুগামী হলে তোমরাও অনুরূপ শাস্তির উপযোগী হবে। (বঃ কোঃ)

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৮) ঃ نـنكسه في الخلق - অর্থাৎ আল্লাহ যাকে অধিক বয়স দেন তাকে শিশুকাল হতে শুরু করে বার্ধক্যের সূচনা পর্যন্ত লালন-পালন করেন এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি পর্যায়ক্রমে বাড়িয়ে দেন। অতঃপর বার্ধক্যে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তি পুনরায় হ্রাস করে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ শিশুর অবস্থার দিকে ফিরিয়ে আনেন। (কুঃ কারীম) ✪ টীকা (আঃ ৬৯) ঃ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলত। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকে কবিত্ব শিক্ষা দেই নি। আপনার প্রতি যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা ওহী। আপনার রচনা নয়। (বঃ কোঃ)

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٤﴾ وَاتَّخَذُوا

ওয়া মিন্হা- ইয়া'কুলূন। ৭৩। ওয়া লাহুম ফীহা- মানা-ফি'উ ওয়া মাশা-রিবু ; আফালা- ইয়াশকুরূন। ৭৪। ওয়াত্তাখাযূ
এবং কতক তারা খেয়ে থাকে। (৭৩) সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক উপকার রয়েছে এবং তাদের জন্য পানীয় বস্তুও রয়েছে। এরপরেও কি তোমরা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা তো গ্রহণ করেছে

مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ

মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লা'আল্লাহুম ইউন্স্বারূন। ৭৫। লা- ইয়াস্তাত্বী'ঊনা নাস্বরাহুম, ওয়াহুম লাহুম জুন্দুম্
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে মাবুদ হিসেবে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (৭৫) (অথচ) তারা সাহায্য করার কোনই ক্ষমতা রাখেনা এবং তাদেরকে, ওদের বাহিনীরূপে

مُحْضَرُونَ ﴿٧٦﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

মুহ্দ্বারূন। ৭৬। ফালা- ইয়াহ্যুন্কা ক্বাওলুহুম। ইন্না- 'নালামু মা- ইউসিররূনা ওয়া মা- ই'উলিনূন।
জাহান্নামে উপস্থিত করা হবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই আমি সে সব জানি, যা তারা অন্তরে গোপন রাখে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

﴿٧٧﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا

৭৭। আওয়ালাম ইয়ারাল্ ইন্সা-নু আন্না- খালাক্বনা-হু মিন্ নুত্বফাতিন্ ফাইযা- হুওয়া খাস্বীমুম্ মুবীন। ৭৮। ওয়া দ্বারাবা লানা-
(৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে এক ফোঁটা বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে এখন প্রকাশ্য বিবাদকারী হয়ে বসেছে। (৭৮) সে (এখন) আমার ব্যাপারে

مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٩﴾ قُلْ يُحْيِيهَا

মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খাল্ক্বাহূ, ক্বা-লা মাইঁ ইউহ্য়িল্ 'ইজা-মা ওয়া হিয়া রামীম। ৭৯। কুল্ ইউহ্য়ীহাল্
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে তার সৃষ্টির বিষয় ভুলে গেছে, সে বলে, কে জীবিত করবে হাড্ডিগুলোকে, যখন সেগুলো পচে শেষ হয়ে যাবে? (৭৯) আপনি বলুন, সেগুলোকে

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ

লাযী~আন্শাআহা~আওয়্যালা মার্রাতিন ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খাল্ক্বিন্ 'আলীমু ৮০। নিল্লাযী জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাশ্
তিনিই জীবিত করবেন, যিনি সেগুলোকে প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨١﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

শাজ্বারিল্ আখ্দ্বারি না-রান্ ফাইযা- আন্তুম্ মিন্হু তূক্বিদূন। ৮১। আওয়া লাইসাল্ লাযী খালাক্বাস্
বৃক্ষ হতে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন,

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ

সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা বিক্বা-দিরিন্ 'আলা~আইঁ ইয়াখ্লুক্বা মিছ্লাহুম ; বালা-, ওয়া হুওয়াল খাল্লা-কুল
তিনি কি সক্ষম নন, (পুনরায়) অনুরূপ ভাবে সৃষ্টি করতে? অবশ্যই সক্ষম। তিনি সৃষ্টিকর্তা,

৮ ওয়াক্বফে লাযেম

৯ ওয়াক্বফে গোফরান

✪ টীকা (আঃ ৮০) ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন আরবদের অকৃতজ্ঞতা জনিত ভ্রান্তি অপনোদন করে বলেছেন যে, তোমরা যে সরস বৃক্ষ হতে তাদেরকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপন্ন কর সে বৃক্ষকেও পরম দাতা শক্তিশালী একক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আরবাসীরা মারখ্ ও ইফার নামক দুটি বৃক্ষের শাখাকে পরস্পর ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। তাদের মতে আঙ্গুর ব্যতীত সকল প্রকার কাষ্ঠ হতে অগ্নি উৎপাদিত হয়। তবে মারখ, ইফার যন্দদ ও যন্দা বৃক্ষ হতে সাধারণত অগ্নি জ্বালান হয়। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৮০) ঃ الشجر الاخضر...... - আরবে দু ধরনের বৃক্ষ ছিল। একটি 'মারখ' অন্যটি 'ইফার'। এ দুটি কাঠ মিলিয়ে ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলত। এখানে সবুজ বৃক্ষ দ্বারা সেটাই বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

الْعَلِيمُ ﴿٨٢﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

'আলীম। ৮২। ইন্নামা~আম্রুহূ~ইযা~আরা-দা শাইআন্ আইঁ ইয়াকূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন।
মহাজ্ঞানী। (৮২) তিনি যখন কোন জিনিস সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি (শুধু) বলেন, 'কুন' (হও) ; অতঃপর (সেটি) হয়ে যায়।

﴿٨٣﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ع ع ৫ ৬ 4 রুকূ

৮৩। ফাসুব্হা-নাল্ লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্জ্বা'উন।
(৮৩) পবিত্র তিনি (আল্লাহ), যাঁর (কুদরতী) হাতে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব (বাদশাহী) এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।